ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ

ইউনিট 2

ভূমিকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বার বার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালা বদলে ব্যবসায় উদ্যাগ বিষয়ে কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে অর্থাৎ আশির দশকে এসে রাষ্ট্র যখন বেসরকারিকরণ অর্থনীতিকে স্বাগত জানায়, তখন থেকেই মূলতঃ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ফলে ধীরে ধীরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এর কাঠামোগত পরিবর্তন আসে। রাষ্ট্র এ শিক্ষার প্রতি বেশ গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ শিক্ষার উন্নয়নের বেশ কিছু প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মত জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায়ের উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার ধারণা, উদ্যোক্তার গুণাবলি, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোক্তার অবদান, ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনূকূল পরিবেশ, বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ও সমাধান জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২.১ : উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তার গুণাবলী
পাঠ- ২.২ : ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক
পাঠ- ২.৩ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোক্তার অবদান
পাঠ- ২.৪ : ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনূকূল পরিবেশ
পাঠ- ২.৫ : বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ও দূরীকরণের উপায়

পাঠ-২.১ উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তার গুণাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের উদ্যোগ কী তা জানতে ও বলতে পারবেন।
- কোন ধরনের ব্যক্তি ব্যবসায় উদ্যোক্তা তা চিহ্নিত ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- একজন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা

উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ

প্রতিটি স্কুলে কোনো না কোনো সময়ে শিক্ষা সফর হয়ে থাকে। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে একজন প্রস্তাব দিল যে, ঐ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা সফর আয়োজনে সব প্রকার সহযোগিতা সে করবে। কাজটি বেশ কষ্টসাধ্য এবং কিছুটা সৃজনশীলতা তো রয়েছে। এই যে, একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা সফর করা নিয়ে মূল ভূমিকা পালন করল, এটি এক ধরনের উদ্যোগ। সাধারণভাবে যে কোনো কাজের কর্ম প্রচেষ্টা বা তৎপরতাই উদ্যোগ।

ব্যবসায় কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। একটি ব্যবসায় স্থাপনের চিন্তা বা ধারণা সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায় স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় মুনাফা অর্জনের আশায় লোকসানের সম্ভাবনা মাথায় রেখেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় স্থাপনের জন্য দৃঢ় চিত্ত ও মনোবল নিয়ে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা ।

মানুষের অপরিসীম চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা থেকেই মূলত: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শুরু। এরূপ গতিশীল ও সৃজনশীল অর্থনেতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার হলেন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা। ইংরেজি Entrepreneur শব্দটি ফরাসি Entreprendre শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ হল “To undertake" অর্থাৎ কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা। অর্থাৎ উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করা।

উদ্যোক্তার গুণাবলি

উদ্যোক্তা হলেন ব্যবসায় বা শিল্পের নেতা। তিনি যেভাবে নেতৃত্ব দেন ব্যবসায় বা শিল্পও সেভাবে গতিপ্রাপ্ত হয়। যদিও অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মীথ ও ডেভিড রিকার্ডো অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকাকে তেমন কোনো স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

১. দূরদর্শিতা: দুরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তা ভবিষ্যত পরিবর্তনশীল বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারেন এবং অর্থনৈতিক মূল্যসম্পন্ন নানা পণ্য সামগ্রী, সেবাকর্ম, ধারণা, বাজার ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে নিজের ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

২. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা: কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হল একজন মানুষের নতুন কিছু করার আকাঙ্খা। প্রত্যেক মানুষের মাঝে কম বেশি কৃতিত্বার্জন আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তির ভিতরে যত বেশি কৃতিত্বার্জনের আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকবে সে ব্যক্তি তত বেশি উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। ডেভিড সি. ম্যাক্লিল্যান্ড এ ধারণার প্রবক্তা।

৩. উদ্ভাবনী শক্তি: সফল উদ্যোক্তা অবশ্যই একজন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি। ভবিষ্যত সম্ভাব্য চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে উদ্যোক্তা নতুন নতুন পণ্য বা সেবা ধারণা, কর্মপন্থা, উৎপাদন কৌশল, বাজারে নব নব প্রযুক্তি ব্যবহার, তহবিল ও নতুন কাঁচামালের উৎস সন্ধানের প্রয়াস চালান।

৪. ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা: যে কোনো আর্থিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে লোকসান বা ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। আবার ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়। যে উদ্যোক্তার মধ্যে বেশি ঝুঁকি গ্রহণের মনোবল আছে সে উদ্যোক্তা তত বেশি সফল।

৫. সাংগঠনিক দক্ষতা: ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপর প্রতিষ্ঠানিক সফলতা নির্ভর করে। এ কারণে একজন উদ্যোক্তার সাংগঠনিক দক্ষতা থাকা বাঞ্ছণীয়।

৬. প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা: উদ্যোক্তা হিসেবে জন্মগত কিছু গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে টিকে থাকতে হলে তাঁকে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে উদ্যোক্তা আরো দক্ষ হয়ে ওঠে।

৭. ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা: বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায় জগতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী হতে হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উদ্দেশ্য হাসিল করে।

৮. শারীরিক ও মানসিক শক্তি: ব্যবসায়ে সফলতা লাভের জন্য একজন উদ্যোক্তাকে যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। সে কারণে উদ্যোক্তাকে যথেষ্ট শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক।

৯. গতিশীল নেতৃত্ব: উদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। এ জন্য তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে প্রেষণা দিয়ে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হয়। একমাত্র গতিশীল নেতৃত্বের দ্বারাই এরূপ প্রেরণা বা প্রেষণা সৃষ্টি করা যেতে পারে। উদ্যোক্তার নেতৃত্বে কর্মীরা প্রেষিত হয় এবং নির্দেশ পালনে ব্রতী হয়।

১০. চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস: ব্যবসায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। সেজন্য উদ্যোক্তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস থাকা অপরিহার্য। তা না হলে ভবিষ্যত নানা প্রতিকূলতার মাঝে ব্যবসায়কে এগিয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার এলাকার একজন উদ্যোক্তার সাথে কথা বলুন এবং তার ৫টি গুণ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- একজন দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তার মধ্যে এমন কতগুলো গুণ বিদ্যমান থাকে, যা তাঁকে অন্য সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়।
- নিজস্ব কিছু গুণাবলি উদ্যোক্তা জন্মগতভাবে লাভ করলেও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুকূল পরিবেশে তিনি আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে উদ্যোগ বলে।
- ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনে গৃহীত সব ধরনের উদ্যোগকে ব্যবসায় উদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগ বলা হয়।
- ব্যবসায় উদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Entrepreneurship'
- গতিশীল ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার হলেন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা।
- উদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা এর ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Entrepreneur'
- ইংরেজি 'Entrepreneur' শব্দটি ফরাসি 'Entreprenedre' শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে, যার অর্থ হল 'To undertake' অর্থাৎ কোনো কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা।
- উদ্যোক্তা নিজস্ব সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী প্রতিভা বলে ভবিষ্যত ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অনুধাবনপূর্বক নতুন পণ্য, ধারণা ও বাজার উদ্ভাবন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কী উপাদান একজন উদ্যোক্তাকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করে?
(ক) গুণাবলি (খ) পোশাক পরিচ্ছদ
(গ) বংশগত পরিচয় (ঘ) আচার ব্যবহার

২. উদ্যোক্তা সুযোগকে কী করেন?
(ক) অপব্যবহার (খ) সদ্ব্যবহার
(গ) অবহেলা (ঘ) অপেক্ষা

৩. 'উদ্যোক্তা জন্মে, গড়ে না'- বর্তমানে এ ধারণাটি-
(ক) প্রচলিত আছে (খ) পরিবর্তিত হয়েছে
(গ) উন্মেষ ঘটেছে (ঘ) সম্প্রসারণ হয়েছে।

৪. 'Entrepreneurship' শব্দের অর্থ হচ্ছে-
(ক) ব্যবসায় সংগঠন (খ) ব্যবসায় সম্প্রসারণ
(গ) ব্যবসায় উদ্যোগ (ঘ) ব্যবসায় সংকোচন

৫. গতিশীল ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার হলেন-
(ক) ব্যবসায়ী (খ) উদ্যোক্তা
(গ) বণিক (ঘ) অর্থনীতিবিদ

৬. উদ্যোক্তার ইংরেজি শব্দ হল-
(ক) Entrepreneur (খ) Initiator
(গ) Organiser (ঘ) Facilitator

পাঠ-২.২ ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের উদ্যোগ এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির মধ্যে সর্ম্পক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা

ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য

উদ্যোগ যে কোন বিষয়ের ব্যাপারেই হতে পারে কিন্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে কর তুমি বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পার। এখন নতুন এক ধরনের বেতের চেয়ার দেখে সেটা বানানোর চেষ্টা করলে। এটি তোমার উদ্যোগ। এখন তুমি যদি অর্থসংগ্রহ করে বাঁশ ও বেতের সামগ্রি তৈরির দোকান স্থাপন করে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা কর, তখন এটি হবে ব্যবসায় উদ্যোগ। ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা বিশ্লেষণ করলে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি লক্ষ্য করা যায় তা হলো ঃ

১। এটি ব্যবসায় স্থাপনের কর্ম উদ্যোগ। ব্যবসায় স্থাপনসংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে।

২। ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা। ব্যবসায় উদ্যোগ সঠিকভাবে ঝুঁকি পরিমাপ করতে এবং পরিমিত ঝুঁকি নিতে সহায়তা করে।

৩। ব্যবসায় উদ্যোগের ফলাফল হলো একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান । এর মানে হলো ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা কোনো চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করে।

৪। ব্যবসায় উদ্যোগের অন্য একটি ফলাফল হলো একটি পণ্য বা সেবা।

৫। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা।

৬। নিজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭। অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগ মালিকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি করেন।

৮। নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন মানবসম্পদ উন্নয়ন হয় তেমনি মূলধনও গঠন হয়।

৯। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে।

১০। মুনাফার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করা। ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অণুপ্রাণিত করে।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক সর্বদা বিদ্যমান। কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম, আবার কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি। যে ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশী তাতে লাভের সম্ভাবনাও বেশী। আবার যে ব্যবসায় ঝুঁকি কম তাতে লাভের সম্ভাবনাও কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুদি দোকানে ঝুঁকি কম তাই মুনাফাও সীমিত। অন্যদিকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের মতো ব্যবসায়ে যেমন অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে তেমনি অত্যধিক ঝুঁকিও আছে ।

ব্যবসায়ে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। যে কোনো সময় উৎপাদিত পণ্যের অথবা সরবরাহকৃত সেবার চাহিদা কমে যেতে পারে। এর ফলে অর্জিত মুনাফা কমে যেতে পারে। এই সম্ভাবনাই ব্যবসায়িক ঝুঁকি। অন্যদিকে দেখা গেল ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এটিই হলো আর্থিক ঝুঁকি।

ব্যবসায় স্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে অধিক পরিমাণ আয় করাও সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন সফল উদ্যোক্তা সর্বদা ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করেন এবং তা হ্রাসের ব্যবস্থা নেন এবং সবসময়ই পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করেন। মাত্রারিক্ত ঝুঁকি এবং অতি আত্মবিশ্বাস যেকোনো পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- নিজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ব্যবসায় উদ্যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- নতুন সম্পদ সৃষ্টি করাও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
- ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক সর্বদা বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায়ে পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে–

i. মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি;
ii. পরিমিত ঝুঁকি;
iii. অধিক আত্মবিশ্বাস।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

২. একজন সফল উদ্যোক্তা

i. ঝুঁকি নিরূপন করেন;
ii. ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা করেন;
iii. পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-২.৩ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান/গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশ তথা যে কোনো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও অবদান বুঝতে ও বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান/গুরুত্বঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উদীয়মান বাঘ হিসেবে খ্যাত। বিশ্বের নামকরা অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ সেবা ও কৃষি খাত থেকে আসলেও শতকরা ৩০ ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। সেই দেশকে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ বলা হয়, যার মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশির ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প খাতসহ সকল খাতের উন্নয়ন সম্ভব । ব্যবসায় উদ্যোগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যেভাবে ভূমিকা বা অবদান রাখে তা নিম্নরূপঃ

১। সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায় উদ্যোগ দেশে নতুন নতুন ব্যবসায় গঠন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

২। মূলধন গঠনঃ মূলধন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন বা নতুন কিছু উৎপাদন সম্ভব নয়। ব্যবসায় উদ্যোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩। জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিঃ ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন [Gross Domestic Product (GDP)] ও মোট জাতীয় উৎপাদন [Gross National Product (GNP)] বৃদ্ধি পায়। ফলে, মোট জাতীয় আয় (Total National Income) বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মাথা পিছু আয়ও (Income Per Capita) বৃদ্ধি পায়।

৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ বর্তমান উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারের পুরোপুরি কর্মসংস্থানের দায়িত্বভার নেয়ার সুযোগ নেই। বরং রাষ্ট্র এরূপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাতে দেশে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসায় ইউনিট গড়ে উঠে এবং নিত্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর এটা ব্যবসায় উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিঃ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োজিত করে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়। জাপান এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬। পরনির্ভরশীলতা হ্রাসঃ যে সকল পণ্য ও সেবাকর্ম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প, কল-কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে ঐ সকল পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে পরনির্ভরতা দূর করা যায়।

৭। শিল্পোন্নয়নঃ ব্যবসায় উদ্যোগের অর্থাৎ দক্ষ ও সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের দ্বারাই নতুন নতুন ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন, পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ঘটে থাকে।

৮। বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ ব্যবসায় উদ্যোগের দ্বারা দেশে এরূপ ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়, যার ফলে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী নতুন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে।

৯। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ব্যবসায় উদ্যোগের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়।

১০। প্রযুক্তির উন্নয়নঃ প্রযুক্তি সতত পরিবর্তনশীল। উন্নত গবেষণার মাধমে ব্যবসায় উদ্যোগ বা উদ্যোক্তা ক্রমাগতভাবে লাগসই প্রযুক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহার করেন। ফলে দেশের প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়ন হয়ে থাকে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ বা উদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের আরো পাঁচটি অবদান উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোগের ফলে দেশের জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।
- ব্যবসায় উদ্যোগ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন সঞ্চয়কে একত্রিত করে দেশের মূলধন গঠনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।
- ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন দেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে উদীয়মান বাঘ হিসেবে খ্যাত?
(ক) ভারত (খ) শ্রীলংকা
(গ) পাকিস্তান (ঘ) বাংলাদেশ

২. বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কতভাগ শিল্প খাত থেকে আসে?
(ক) ৩০ ভাগ (খ) ৪০ ভাগ
(গ) ৫০ ভাগ (ঘ) ৬০ ভাগ

৩. উন্নত দেশে কোন খাতের অবদান বেশি থাকে?
(ক) বাণিজ্য (খ) শিল্প
(গ) কৃষি (ঘ) সেবা

৪. ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে
i. মূলধন গঠন করে;
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে;
iii. জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে;
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৪ ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাদের উন্নতির প্রধান কারণ হলো নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ। বাংলাদেশে মেধা, উদ্যোগ, মনন ও দক্ষতার অভাব না থাকলেও ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ মোটেই সন্তোষজনক নয়। ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠা ও বিকাশের জন্য নিচের অনুকূল পরিবেশ থাকা আবশ্যক।

১। উন্নত অবকাঠামো: ব্যবসায় স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

২। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: একটি দেশের ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ গঠনে সবচেয়ে সহায়ক ভুমিকা পালন করে রাষ্ট্র তথা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। কারণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ব্যবসায় উদ্যোগের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি ঘটে থাকে। কর অবকাশ, স্বল্প বা বিনা সুদে ঋণ প্রদান, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে এবং উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

৩। আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা: যে কোনো দেশের ব্যবসায় উদ্যোগের সমৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা জরুরি। এগুলোর অস্থিরতা ব্যবসায় উদ্যোগের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

৪। অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা: দেশের সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারনের জন্য অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন। এ কারণে মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান না করতে পারলে ব্যবসায়ের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

৫। প্রশিক্ষণের সুযোগ- সুবিধা: টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যত বেশি প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে, তত বেশি মানসম্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী শিল্প, কল-কারখানা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

৬। পর্যাপ্ত মূলধনের সহজপ্রাপ্যতা: যে কোনো ব্যবসায় উদ্যোগ সফল ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বা মূলধন। উপযুক্ত সময়ে ও সঠিক পরিমাণ মূলধনের অভাবে অধিকাংশ ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব হয় না। তাই দেশে এরূপ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে ব্যবসায় উদ্যোগে কোনো পুঁজির ঘাটতি না হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগের কোন কোন পরিবেশ অনূকূল বা প্রতিকূল রয়েছে তা চিহ্নিত করুন এবং এর কারণ লিখুন।

পরিবেশ	অনুকূল /প্রতিকূল	কারণ
অবকাঠামোগত		
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা		
আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা		
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি		
প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা		
পর্যাপ্ত মূলধনের প্রাপ্যতা		

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত অবকাঠামো।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায় উদ্যোগকে কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছতে সাহায্য করে।
- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- অনুকূল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় মূলধনের সহজপ্রাপ্যতা ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন-
(ক) উপযোগী (খ) অনুকূল
(গ) প্রতিকূল (ঘ) মিশ্র

২. ব্যবসায় স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন-
(ক) পর্যাপ্ত মূলধনের সহজপ্রাপ্যতা (খ) বাজার অনুসন্ধান
(গ) বিক্রয় প্রসার (ঘ) বিপণন মিশ্রণ

৩. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হলো-
i. কর অবকাশ সুবিধা প্রদান;
ii. বিনা বা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান;
iii. শুল্ক সুবিধা প্রদান।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৫ বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ও তা দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন ও বিকাশে যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিরাজমান নয়। বেশ কিছু বাধা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো উদ্যোগ উন্নয়ন কাম্য মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। এজন্য প্রথমে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধাগুলো চিহ্নিত করে পরে তা দূরীকরণে বা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিচে উক্ত বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

১। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব: উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু পরিকল্পনা অর্থাৎ বাস্তবায়ন করা সম্ভব এরূপ পরিকল্পনার প্রণয়ন করা হয় না। নিয়ম রক্ষার জন্য প্রণীত পরিকল্পনা কখনো সুফল বয়ে আনে না।

২। চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ: বাংলাদেশের মানুষ আবহমানকাল থেকে এরূপ সংস্কৃতিতে আবদ্ধ যে, ক্যারিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে চাকরিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ এর দ্বারা সীমিত আয় অর্জন হলেও এতে ঝুঁকি কম ও নিশ্চয়তা বেশি। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন না হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ।

৩। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অপর্যাপ্ততা: বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন খুবই কম। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মুখস্থনির্ভর শিক্ষাক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাত্ত্বিক শিক্ষাদানে ব্যস্ত। বাস্তবিক বা প্রায়োগিক জ্ঞান দানে তারা খুব বেশি অবদার রাখতে পারছে না।

৪। প্রচার প্রচারণার অভাব: ব্যবসায় উদ্যোগকে জনপ্রিয় করতে হলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণার প্রয়োজন। এর উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পক্ষসমূহ থেকে যে ধরনের কার্যকর প্রচার ও প্রচারণা আবশ্যক তাতে বেশ ঘাটতি রয়েছে।

৫। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব: পৃথিবীর উন্নত দেশে ব্যবসায় উদ্যোগের সম্ভাবনা পুঁজির অভাবে নষ্ট হয়েছে তা কদাচিত। বরং উদ্যোগের অভাবেই তা বিনষ্ট হয়েছে। আর বাংলাদেশে উদ্যোগী ব্যক্তির অভাব না থাকলেও পুঁজির বা প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের অভাবে অনেক ব্যবসায় উদ্যোগ আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

৬। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব: উদ্যোক্তা হওয়া অনেকটা জন্মগত হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অনুকূল পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে অনেক উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এ লক্ষে নিয়োজিত প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, তা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব নির্ভর নয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুলও বটে।

৭। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ গঠন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায়

উপরিল্লিখিত সমস্যাসমূহ বা বাধাসমূহ নিম্নোক্ত উপায়ে সমাধান করা যেতে পারে।

- ❖ সুষ্ঠু ও বাস্তবনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- ❖ জাতীয় বাজেটে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং উক্ত বরাদ্দ যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ বিসিক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বেশি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- ❖ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী বা কেস স্টাডি তুলে ধরতে হবে।
- ❖ দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ❖ বাংলাদেশে ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সেক্টরে যে ঋণ প্রদান করে তার মুনাফা বা সুদের হার বেশ বেশি। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ খুবই জরুরি।
- ❖ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগ এবং সাহায্য-সহযোগিতা উন্নয়ন জরুরি। প্রয়োজনে এর জন্য পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্যাকেজ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ❖ সরকারি দলের সাথে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহঅবস্থান নিশ্চিত করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। ফলে এর থেকে প্রাপ্ত কাঙ্ক্ষিত মাত্রার সুফল সকল দেশবাসী ভোগ করতে পারবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে আরো পাঁচটি বাধা ও তা সমাধানের উপায় নিচের ছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করুন।

বাধাসমূহ	সমাধানের উপায়
১	১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	৫

সারসংক্ষেপ

- ❖ বাংলাদেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের অন্যতম বাধা। তাই এ বাধা সমাধানে সুষ্ঠু ও বাস্তব নির্ভর পরিকল্পনার প্রণয়ন করতে হবে।
- ❖ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অপর্যাপ্ততা দেশের নাগরিকদের আত্মকর্মসংস্থানে স্বাবলম্বী হতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ❖ প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রশিক্ষণ ও প্রচার-প্রচারণার অভাব ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশের অন্তরায়। এগুলো সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ব্যবসায় উদ্যোগের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সকল রাজনৈতিক দলের সহঅবস্থান নিশ্চিত করে ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ গঠন ও বজায় রাখতে জাতীয় ঐক্য গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের প্রধান বাধা কোনটি?
(ক) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অপর্যাপ্ততা (খ) প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব
(গ) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব (ঘ) চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ।

২. ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশে প্রয়োজন-
(ক) উপযুক্ত শিক্ষা (খ) উপযুক্ত শিক্ষণ
(গ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ (ঘ) উপযুক্ত প্রেষণাদান

৩. ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন-
i. জাতীয় বাজেটে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে বড় অংকের অর্থ বরাদ্দকরণ;
ii. অধিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
iii. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্যাকেজ কর্মসূচি গ্রহণ;
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মি. সৌরভ সাতক্ষীরায় একটি চিংড়ি ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম দিকে লোকসান হয়। পরে এ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নতুন উদ্যোমে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। বর্তমানে তিনি তিনটি চিংড়ি ঘেরের মালিক। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি চিংড়ি রপ্তানি করেন।

(ক) টাটা কোন দেশের কোম্পানি?
(খ) ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সৌরভের চিংড়ি ঘের প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের চিন্তা? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সৌরভের ব্যবসায়ের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ : ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ : ১. ঘ ২. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ : ১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ